সৃষ্টিশীল ব্যাংকিংয়ের পথিকৃত এক্সিম ব্যাংক সময়ের সাথে সাথে এনেছে নতুন নতুন আর্থিক সেবা প্রকল্প। তারই ধারাবাহিকতায় সমাজের কর্মজীবী মহিলা এবং গৃহিনীদের জন্য এবার আনল দু'টি অনন্য সেবা– এক্সিম ফেমিনা এবং এক্সিম সু-গৃহিনী।

এক্সিম ফেমিনা

আজকের আমানত হোক আগামীর নিশ্চয়তা

এক্সিম সু-গৃহিনী

সাংসারিক ব্যস্ততার ফাঁকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

কর্মজীবী মহিলা এবং গৃহিনীদের জন্য এক্সিম ব্যাংকের সেবাসমূহ

মুদারাবা ফেমিনা মাসিক মুনাফা প্রকল্প
মুদারাবা ফেমিনা মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা সু-গৃহিনী মাসিক মুনাফা প্রকল্প
মুদারাবা সু-গৃহিনী মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

বিস্তারিত জানতে এক্সিম ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

www.eximbankbd.com

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়: সিফনি, প্লট- এস ই (এফ)-৯, রোড- ১৪২
গুলশান ১, ঢাকা ফোন- ৯৮৮৯৩৬৩, ফ্যাক্স- ৯৮৮৯৩৫৮

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা

অক্টোবর ২০১৩

EXIM

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা

অক্টোবর, ২০১৩

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি:
ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী

সম্পাদক:
সঞ্জীব চ্যাটার্জী
এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান,
কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন

সম্পাদনা সহযোগী:
আশরাফুল ইসলাম
অফিসার, কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড
ব্রান্ডিং ডিভিশন

কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন
থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক খবরপত্র

সম্পাদকীয়

দিন যায়, সপ্তাহ আসে। সপ্তাহ বদলে আসে মাস। তিনটা মাস পেরুলেই আবার চলে আসে নতুন একটি পরিক্রমা। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় ব্যাংকের এই আন্তঃযোগাযোগ মাধ্যমটিকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমাদের সর্বান্তকরণ প্রচেষ্টা নিরন্তর।

ব্যাংকিংসহ যে কোন ব্যবসাতেই কাঙ্খিত উন্নতির ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। বলা হয়, Connectivity is the Productivity. ইনফরমেশন টেকনোলজির চরম উৎকর্ষতার ফলে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। আর এই উন্নয়নের ফলে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা গ্রাহক চাহিদার সাথে তাল মেলাতে ব্যাংকগুলোকেও নিতে হচ্ছে নতুন নতুন কর্মসূচী, আনতে হচ্ছে নিত্য নতুন সেবা। বেড়ে চলা সেবা পরিধির আওতায় ব্যাংকগুলো চালু করেছে এটিএম, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংসহ অসংখ্য বিকল্প সেবা। এক্সিম ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা 'এক্সিম ক্যাশ' ইতোমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে। এই সেবার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল পেশা ও শ্রেণির মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছুতে পারব বলে আশা করি।

এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের নতুন ৩টি শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে, আরো পাঁচটি শাখা উদ্বোধনের অপেক্ষায়। পাশাপাশি আমাদের গুলশান এবং সাভার শাখা নতুন ঠিকানায় বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম শুরু করেছে। ৭৫টি শাখা, ৪৩টি নিজস্ব এটিএমসহ অন্যান্য ব্যাংকের প্রায় ৩০০০ সহায়ক এটিএম বুথ নিয়ে দেশব্যাপী বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এক্সিম ব্যাংক সামনে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

প্রকৃতির নিরন্তর পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও পরিবর্তিত হচ্ছি। বাড়াচ্ছি আমাদের পরিধি। সম্প্রতি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জনসংযোগ বিভাগকে আরোও বিস্তৃত করে **কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন** নামকরণ করেছে। নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে বেড়েছে বিভাগের দায়িত্ব ও কর্মতৎপরতা। বৃহৎ পরিসরে সেই দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা পাব বলেই আমাদের বিশ্বাস। সবাইকে পবিত্র ঈদ উল আজহা ও শারদীয় দুর্গা পুজার শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক্সিম ব্যাংক-কে সম্মাননা পদক প্রদান

৮ম বাংলাদেশ গেমস এবং 'অলিম্পিক ডে' আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এক্সিম ব্যাংক-কে সম্মাননা স্মারক হিসাবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে । গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা সেনানিবাসের সেনাবাহিনী অফিসার্স মেস-সি তে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ৮ম বাংলাদেশ গেমসের অর্থ ও স্পনসর কমিটির চেয়ারম্যান এবং এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস ও এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদারকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূইয়া, পিএসসি । এ সময়ে এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল ও বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সভাপতি এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল উপস্থিত ছিলেন ।

এক্সিম ব্যাংকের এনআরবি এওয়ার্ড অর্জন

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স আহরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় এক্সিম ব্যাংক-কে সম্মাননা জানাল সেন্টার ফর এনআরবি । গত ১৭ আগস্ট সংগঠনটির উদ্যোগে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও-এ অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিও মজিনার হাত থেকে ব্যাংকের পক্ষে এই সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া । এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, এফবিসিসিআই-এর সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ এবং সেন্টার ফর এনআরবি'র প্রেসিডেন্ট শেকিল চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন

ইন্টারন্যাশনাল বিজ এওয়ার্ড- ২০১৩ পেল এক্সিম ব্যাংক

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব বিজনেসেস (ওয়ার্ল্ডকব) এক্সিম ব্যাংক-কে আন্তর্জাতিক বিজ এওয়ার্ড- ২০১৩ প্রদান করেছে। গত ২ অক্টোবর গুলশানে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়ার হাতে এই এওয়ার্ড তুলে দেন ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব বিজনেসেস এর ডিরেকটর, কোয়ালিটি এন্ড সিএসআর ইঞ্জিনিয়ার ড্যানিয়েল জেভিয়ার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল একে এম নুরুল ফজল বুলবুল।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ আব্দুল মান্নান এমপি, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, আলহাজ নুরুল আমিন ফারুক, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূইয়া , আব্দুল্লাহ আল জহীর স্বপন, ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদদীন আহমাদ এবং ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম সিরাজুল ইসলাম, সিরাজুল হক মিয়া ও খন্দকার রুমী এহসানুল হকসহ প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ। উন্নত ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহক সেবা, উদ্ভাবনী ব্যাংকিং, সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম এবং ব্যবসায় ক্রমন্নোতির জন্য এ বছর এক্সিম ব্যাংক-কে এই এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

এক্সিম ব্যাংকের চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

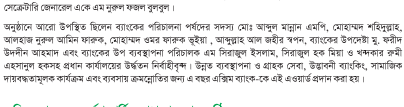

এক্সিম ব্যাংকের চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৭ আগস্ট ঢাকার বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ও লাভ লোকসান হিসাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তা গ্রহণ করা হয়। এ সময় উক্ত বছরের জন্য ১০% স্টক ডিভিডেন্ট ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত নিরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ আব্দল্লাহ, মোঃ হাবিবুল্লাহ ডন, মোঃ নূরুল আমিন ফারুক, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভুইয়া, মোঃ শহীদুল্লাহ, মেজর (অব.) খন্দকার নূরুল আফসার, লে. কর্নেল (অব.) সিরাজুল ইসলাম, রঞ্জন চৌধুরী, খন্দকার মোহাম্মদ সাইফুল আলম, স্বতন্ত্র পরিচালক মুহাম্মদ সিকান্দার খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদ্‌দীন আহমাদ ও কোম্পানি সেক্রেটারি মোঃ গোলাম মাহবুব।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন এবং ব্যাংকের কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এ সময় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ বিগত বছরে ব্যাংকের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩

বিডিআর বিদ্রোহে নিহত শহীদ কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নুরুল ইসলাম এর পরিবারকে ৫ম বছরের মত সহায়তা দিল এক্সিম ব্যাংক

বিডিআর বিদ্রোহে শহীদদের পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিয়মিত প্রকল্পে নতুনভাবে অন্তর্ভূক্ত শহীদ তৎকালিন বিডিআর এর কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নুরুল ইসলাম এর পরিবারকে ৫ম বছরের মত আর্থিক সহায়তা দিল এক্সিম ব্যাংক।

গত ২৫ জুলাই বিজিবি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর মাধ্যমে শহীদের স্ত্রীর কাছে বাৎসরিক ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক।

এক্সিম ব্যাংকের অর্ধবার্ষিক পারফর্মেন্স রিভিউ কনফারেন্স ২০১৩ অনুষ্ঠিত

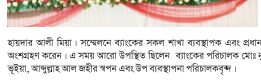

ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে বছরের শুরুতে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বছরের বাকি সময়ের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে "হাফ ইয়ারলি পারফর্মেন্স রিভিউ কনফারেন্স ২০১৩" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সম্মেলন ২৭ জুলাই ঢাকার গুলশানে ইমানুয়েল'স ব্যাংকোয়েট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। সম্মেলনে ব্যাংকের সকল শাখা ব্যবস্থাপক এবং প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিসের নির্বাহীগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূইয়া, আব্দুল্লাহ আল জহীর স্বপন এবং উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার কাঙ্খিত অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানান এবং শাখা ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের দক্ষতা এবং সফলতার উপর ব্যাংকের সাফল্য নির্ভরশীল। তাই নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করতে হবে। তিনি ২০১৩ সালের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া এবং সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নীতিমালার সাথে সাথে শরীয়া নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া তাঁর বক্তব্যে ব্যাংকের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ও প্রতিকুলতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই প্রতিকুলতা অতিক্রম করে বছরের বাকি সময়ে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য গঠনমূলক ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

নতুন ঠিকানায় এক্সিম ব্যাংকের গুলশান শাখার শুভ উদ্বোধন

গ্রাহকদেরকে আরো উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এক্সিম ব্যাংকের গুলশান শাখাকে নতুন ঠিকানায় (ডেলটা লাইফ টাওয়ার, প্লট-৩৭, রোড-৪৫ ও ৯০, গুলশান উত্তর বা/এ, গুলশান- ২, ঢাকা) বিস্তৃত পরিসরে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানান্তরিত এই শাখা গত ২৬ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ আব্দুল মান্নান এমপি, এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল, মোঃ আব্দুল্লাহ, মোঃ হাবিবউল্লাহ ডন, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূইয়া, মেজর (অবঃ) খন্দকার

EXIM BANK
শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

নুরুল আফসার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সিরাজুল ইসলাম, খন্দকার মোহাম্মদ সাইফুল আলম, আব্দুল্লাহ আল জহীর স্বপন, ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদ্‌দীন আহমাদ এবং উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার বলেন, এক্সিম ব্যাংক সব সময়ই গ্রাহকবান্ধব

ব্যাংক। গ্রাহকদের আরো কাছে আসতে এবং উন্নত সেবা প্রদানের জন্যই আমরা আমাদের গুলশান শাখাকে আরো বিস্তৃত পরিসরে স্থানান্তর করেছি।

স্বাগত বক্তব্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এক্সিম ব্যাংকের দৃঢ় আর্থিক অবস্থান তুলে ধরেন এবং এক্সিম ব্যাংকের সাথে আরো নিবিড়ভাবে ব্যাংকিং করার জন্য স্থানীয় জনগণকে আহ্বান জনান।

এক্সিম এক্সচেঞ্জ কোম্পানি (কানাডা) লিমিটেড এর গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

এক্সিম ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এক্সিম এক্সচেঞ্জ কোম্পানি (কানাডা) লিমিটেড এর গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে টরোন্টোয় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রনী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মসিহুর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রধান নির্বাহী মোঃ সিরাজুল ইসলাম।
উল্লেখ্য এক্সিম এক্সচেঞ্জ কোম্পানি (কানাডা) লিমিটেড বিদেশে যে কোন বেসরকারি ব্যাংকের একক মালিকানাধীন প্রথম এক্সচেঞ্জ হাউজ যা দেশে রেমিটেন্স প্রেরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলছে।

কুমিল্লার বাগমারায় এক্সিম ব্যাংকের ৭৪তম শাখা উদ্বোধন

দেশের অন্যতম বাণিজ্যিক শহর কুমিল্লার বাগমারায় গত ৩১ আগস্ট এক্সিম ব্যাংকের ৭৪তম শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদ্‌দীন আহমাদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাগমারা শাখার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দ্বায়িত্ব) এম সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার রুমী এহসানুল হক এবং ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মু. ফরীদ উদ্‌দীন আহমাদ বলেন বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কারণে কুমিল্লা সবসময় আমাদের কাছে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বাগমারায় নতুন এই শাখা নিয়ে এসেছি। তিনি বলেন আমরা সাধারণ মানুষের ব্যাংক। আমরা সবসময় মানুষের কাছাকাছি আসতে চাই। কুমিল্লায়ও সেই যাত্রা অব্যাহত থাকবে। আমাদের এই যাত্রায় আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন বলে আমি আশা করি।

এক্সিম ব্যাংক
পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩

এক্সিম ব্যাংকের স্থানান্তরিত সাভার শাখার কার্যক্রম শুরু

গ্রাহকদেরকে আরো উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ২০ আগস্ট এক্সিম ব্যাংকের স্থানান্তরিত সাভার শাখার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নতুন ঠিকানায় (আমিন টাওয়ার, ৪৪/এ বাজার রোড, সাভার) সাভার শাখার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদউদ্‌দীন আহমাদ, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিরাজুল হক মিয়া ও খন্দকার রুমী এহসানুল হক, প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ এবং সাভার শাখা ব্যবস্থাপকসহ স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এক্সিম ব্যাংকের দৃঢ় আর্থিক অবস্থান তুলে ধরে বলেন, এক্সিম ব্যাংক সব সময়ই গ্রাহকবান্ধব ব্যাংক। গ্রাহকের চাহিদাই আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। আপনাদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নত সেবা প্রদানের জন্যই আমরা আমাদের শাখা স্থানান্তর করেছি। তিনি সাভারবাসীকে আরো নিবিড়ভাবে এক্সিম ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং করার আহ্বান জনান।

হজ্জযাত্রীদের সার্বক্ষণিক পরিবহন সুবিধা দিয়েছে এক্সিম ব্যাংক

সম্মানিত হজ্জযাত্রীদের সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে হজ্জ ক্যাম্প থেকে বিমানবন্দরে হজ্জযাত্রীদের আনা নেওয়ার সার্বক্ষণিক পরিবহণ সুবিধা দিতে বাংলাদেশ বিমানকে একটি ৫২ সিটের যাত্রী পরিবহন বাস, একটি মাইক্রোবাস এবং হজ্জযাত্রীদের লাগেজ পরিবহনের জন্য একটি কাভার্ড ভ্যান প্রদান করেছে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড। গত ৮ সেপ্টেম্বর হজ্জ ক্যাম্পে এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া বাংলাদেশ বিমানের পরিচালক (প্রোকিউরমেন্ট এন্ড লজিসটিক সাপোর্ট) ড. শফিকুর রহমানের হাতে গাড়ীগুলোর প্রতিকী চাবি হস্তান্তর করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদ্‌দীন আহমাদ, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম সিরাজুল হক মিয়া, বাংলাদেশ বিমানের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এমটি) শাকিল মেরাজ এবং এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ।

মোবাইল ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর

স্থানীয়ভাবে প্রতিনিধি নিয়োগ এবং যৌথ ব্যবস্থাপনায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণের জন্য এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড সম্প্রতি আইটি কনসালটেন্ট লিমিটেড (কিউ ক্যাশ) ও ই-ক্যাশ লিমিটেড (ফাস্ট ক্যাশ) এর সাথে এক ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

গত ২৫ জুলাই এক্সিম ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন এক্সিম

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, আইটি কনসালটেন্ট লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কাজী সাইফুদ্দিন মুনির এবং ই-ক্যাশ লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী সেজান শামস। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম সিরাজুল ইসলাম, সিরাজুল হক মিয়া, খন্দকার রুমী এহসানুল হকসহ তিন প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ গত ২২ জুলাই ২০১৩ এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (সম্মান) এবং এমএসসি সম্পন্ন করার পর জাপানের কিয়ুশু ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটি ও হাওয়াই থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পোস্ট ডক্টরেট করেন। কর্মজীবনে ড. আকন্দ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল (বার্ক), বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (বারি), ইন্সটিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনাসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক সদস্য এবং এসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটেরও সদস্য।

ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক পত্রিকা ও সাময়িকীর নিয়মিত লেখক এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য।

সাভারের হেমায়েতপুরে এক্সিম ব্যাংকের এটিএম উদ্বোধন

গ্রাহকদেরকে ২৪ ঘন্টা টাকা উত্তোলনের সুবিধা প্রদানের লক্ষে সাভারের হেমায়েতপুরে এক্সিম ব্যাংকের নতুন একটি এটিএম বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই বুথসহ ব্যাংকের নিজস্ব বুথের সংখ্যা এখন ৪২টি। গত ২০ আগস্ট এটিএম বুথটি উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদউদ্দীন আহমাদ, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিরাজুল হক মিয়া ও খন্দকার রুমী এহসানুল হক, একেএইচ গ্রুপের ডিএমডি মোঃ আবুল কাশেম, এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ এবং সাভার শাখা ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।

CORPORATE AFFAIRS AND BRANDING DIVISION
(former Public Relations Department, PRD)

Direct Phone: (02) 8821936, PABX: (02) 9889363
Fax: (02) 9889358
Email: cab@eximbankbd.com

হজ্জ ক্যাম্পে এক্সিম ব্যাংকের অস্থায়ী বুথ স্থাপন

এক্সিম ব্যাংকের হজ্জ আমানত প্রকল্প গ্রহণকারী সম্মানিত হজ্জযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার আশকোনায় অবস্থিত হজ্জ ক্যাম্পে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড একটি অস্থায়ী বুথ স্থাপন করেছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এই বুথ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদদীন আহমাদ, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম সিরাজুল হক মিয়া এবং প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানে প্রস্তুত এই বুথ থেকে সকল হজ্জযাত্রী হাজীগণ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, ডলার এনডোর্সমেন্ট, হজ্জ নির্দেশিকা এবং টাকা লেনদেনসহ বিভিন্ন সেবা পাবেন।

বিভিন্ন সম্মাননা ও পদকে ভূষিত হলেন ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া

গুণী ব্যক্তিত্ব সম্মাননা

ব্যাংকিং পেশায় অসামান্য অবদান রাখায় ইব্রাহিমপুর ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়াকে গুণীজন হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেছে স্কুলটির এলামনাই এসোসিয়েশন। গত ২৩ মে রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে ইব্রাহিমপুর স্কুল এলামনাই এসোসিয়েশন এই সম্মাননা ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়ার হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি এ কে এম ফজলুর রহমান খান। এ সময় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নওয়াব ফয়জুননেসা স্বর্ণপদক ২০১৩

দেশের ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়াকে নওয়াব ফয়জুননেসা স্বর্ণপদক ২০১৩ প্রদান করেছে সাহিত্যের কাগজ চন্দ্রদীপ। গত ৭ সেপ্টেম্বর গণগ্রন্থাগার অধিদফতরের ভিআইপি সেমিনার হলে এক অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের হাতে পদক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি প্রতিমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এমপি।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বর্ণপদক

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং সমাজসেবামূলক কার্যক্রম ও দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বর্ণপদক পেলেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। গত ৩০ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ ওমর ফারুক চৌধুরী এই পদক প্রদান করেন।

অভিজ্ঞ ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া ২০১২ সালে এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টরের অধীন মানিকগঞ্জে স্বশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেন এবং বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সিম ব্যাংকে "রিভাইজড প্রসেস ডকুমেন্ট ফর এসআরপি-এসআরইপি ডায়ালগ অন আইসিএএপি আন্ডার ব্যাসেল-টু ফ্রেমওয়ার্ক" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে গত ১৫ জুলাই "রিভাইজড প্রসেস ডকুমেন্ট ফর এসআরপি-এসআরইপি ডায়ালগ অন আইসিএএপি আন্ডার ব্যাসেল-টু ফ্রেমওয়ার্ক" শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এবং পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল মোঃ ফখরুল ইসলাম। ব্যাংকের ঢাকা অঞ্চলের শাখাসমূহের রিলেশনশিপ ম্যানেজার এবং ইনভেস্টমেন্ট ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা ৫০ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

"সিএল-সিআইবি, এসবিএস-থ্রি, এসএমই, আরআইটি এন্ড আদার্স বাংলাদেশ ব্যাংক স্টেটমেন্টস" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে গত ১৭ আগস্ট "সিএল-সিআইবি, এসবিএস-থ্রি, এসএমই, আরআইটি এন্ড আদার্স বাংলাদেশ ব্যাংক স্টেটমেন্টস" শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন শাখার অফিসার থেকে ফার্স্ট এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পর্যায়ের মোট ৫০ জন কর্মকর্তা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় রিপোর্টিং অব বিবি স্টেটমেন্টস, রুলস এন্ড রেজুলেশনস অব সিআইবি অনলাইন এন্ড আরআইটি রিপোর্টিং সিস্টেম, প্রাকটিক্যাল প্রবলেম অব সিএল, সিআইবি, এসবিএস-থ্রি এন্ড এসএমই ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসারদের ১৮তম ফাউন্ডেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

এক্সিম ব্যাংকে নবনিযুক্ত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসারদের ২২ দিনব্যাপী বুনিয়াদি কর্মশালা গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে। ব্যাংকের ট্রেইনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এবং পরিচালনা করেন একাডেমির প্রিন্সিপাল মোঃ ফখরুল ইসলাম। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ভেতরে সনদপত্র বিতরণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারাই ভবিষ্যতে ব্যাংক পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবেন, তাই ব্যাংকিংয়ের সকল কার্যক্রমের উপর সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এক্সিম ব্যাংক-কে দেশের সেরা, গতিশীল এবং আদর্শ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে পরিচিত করার লক্ষ্যে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে তিনি আহ্বান জানান।

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩

যাকাত মেলা ২০১৩ আয়োজনে অংশ নিল এক্সিম ব্যাংক

দেশে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল যাকাত মেলা। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড, সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট, মুসলিম এইড, ইসলামিক রিলিফ এবং সোসাইটি ফর সোশ্যাল এন্ড টেকনোলজিকাল সাপোর্ট এর যৌথ আয়োজনে গত ৫ ও ৬ জুলাই ঢাকার জাতীয় শ্যুটিং ক্লাব অডিটোরিয়ামে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ (অব.), ইনস্টিটিউট অফ হযরত মোহাম্মদ সা. এর সভাপতি লে. জেনারেল (অব.) এম নুরুদ্দিন খান পিএসসি এবং এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। মেলায় দেশের বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন

এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়ার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বর্ষপূর্তিতে ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। গত ২৪ জুলাই ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবারের মত প্রকাশিত এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমার বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উম্মোচন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এ সময় মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ মোশাররফ হোসেন মজুমদার এবং জনসংযোগ বিভাগের প্রধান সঞ্জীব চ্যাটার্জী ও জনসংযোগ বিভাগের অন্যান্য অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ২৪ জুলাই ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া দেশের কনিষ্ঠতম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এসএমই মেলায় অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংকের রাজশাহী শাখা

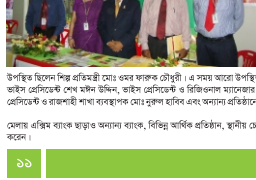

রাজশাহীতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা মেলায় অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংকের রাজশাহী শাখা।

স্থানীয়ভাবে রাজশাহীর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গত ০১ অক্টোবর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ মিলনায়তনে শুরু হওয়া এই মেলার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী মোঃ ওমর ফারুক চৌধুরী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মঈন উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ শামসুল ইসলাম, ফার্স্ট এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রাজশাহী শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ নুরুল হাবিব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেলায় এক্সিম ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য ব্যাংক, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় চেম্বারের প্রতিনিধি ও শিল্প উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

এক্সিম ব্যাংক সুনিয়ন্ত্রিত আদর্শ ইসলামী ব্যাংক

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া
বিএসসি (সম্মান), এমএসসি, ঢা.বি, এমবিএ, পিএইচ.ডি, ইউএসএ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী। ১৯৮৪ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিংয়ে ক্যারিয়ার শুরু। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (সম্মান), এমএসসি, লন্ডন থেকে এমবিএ, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। সম্প্রতি এই বহুমাত্রিক ব্যাংকার কর্পোরেট & ব্যাংকিং *সাময়িকীকে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমার পাঠকদের সুবিধার্থে সাক্ষাৎকারটি নিচে তুলে ধরা হল।*

কর্পোরেট এন্ড ব্যাংকিং: এক্সিম ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাই।

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া: এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) এর জন্ম ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে। ব্যাংকটি ইতোমধ্যে এক যুগ পার করে ১৫ বছরে পদাপর্ণ করেছে। বিগত ১৪ বছরে ব্যাংকটি তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সাহসিকতা নিয়ে একটি দক্ষ আধুনিক ও সুনিয়ন্ত্রিত আদর্শ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এক্সিম ব্যাংক একটি গ্রাহকবান্ধব ব্যাংক। রেমিট্যান্সবান্ধব ব্যাংক। এক্সিম ব্যাংক বিনিয়োগবান্ধব ব্যাংক। গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করাই আমাদের কাম্য। আমরা বিশ্বাস করি গ্রাহকের উন্নতি মানে ব্যাংকের উন্নতি। গ্রাহকরা আমাদের গর্ব, সম্পদ এবং উন্নতির ধারক ও বাহক। গ্রাহকদের উন্নতির জন্য এক্সিম ব্যাংক সদা সর্বদা গ্রাহকদের পাশে থাকে।

এ ব্যাংক ধীরে ধীরে ব্যাংকিং খাতে মডেল ব্যাংক হিসেবে ভূমিকা রাখার প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিংয়ে বেস্ট প্রাকটিস অবলম্বন করে সেবা প্রদান করছে।

এক্সিম ব্যাংক আন্তর্জাতিকভাবে তার কার্যক্রমের স্বীকৃতি পাওয়া শুরু করেছে। আমরা এখন আন্তর্জাতিকভাবে লাইম লাইটে আছি। ইউরোপিয়ান সোস্যাইটি ফর কোয়ালিটি রিসার্চ এক্সিম ব্যাংককে **ইন্টারন্যাশনাল ডায়মন্ড প্রাইজ ফর এক্সিলেন্স ইন কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড** প্রদান করেছে। ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স ইউকে এক্সিম ব্যাংক-কে বেস্ট ইসলামী ব্যাংক ইন বাংলাদেশ হিসেবে **ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৩** পদকে ভূষিত করেছে।

একটি বিশ্বমানের ব্যাংকিং সেবা দেয়ার জন্য যতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সবগুলোই এক্সিম ব্যাংকের রয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্য এক্সিম ক্যাশ নামে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই সেবার মাধ্যমে গ্রাহকগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অতি দ্রুততার সাথে টাকা পাঠাতে পারবেন। মডেল ব্যাংক হিসেবে এক্সিম ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং ও সিডিএম ব্যবস্থাপনা, এসএমএস ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ফোন ব্যাংকিং এবং এটিএম সার্ভিস চালু করেছে। এটিএম সার্ভিসের আওতায় গ্রাহকগণ সমগ্র বাংলাদেশের যে কোন ব্যাংকের ৪ হাজার এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারছেন। এছাড়াও রয়েছে কিউ ক্যাশ ই-কমার্স, ই-কর্নার, ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং হাউস, কুইক হাব, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইত্যাদি।

এক্সিম ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিজ (সিএসআর) কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এর আওতায় বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ২৭০০ ছাত্র-ছাত্রীকে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার জন্য আরও ১৩ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ক্বর্জ-এ-হাসানা দেয়া হয়েছে ৩০০ শিক্ষার্থিকে।

প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ শীতবস্ত্র, বিশেষ করে কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগে সাহায্য করা হচ্ছে। বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারদের সাহায্য করা হচ্ছে। পুলিশ বাহিনীকে অনুদান এবং ৫ টি টহল গাড়ী প্রদান করা হয়েছে।

সকল প্রকার সামাজিক কার্যক্রমে সাহায্য করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে বিশাল অংকের সাহায্য করা হয়েছে। এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন হাসপাতালের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে সেবা দেয়া হচ্ছে। এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর অনুমোদন আমরা পেয়েছি যেখানে সমাজের গরীব মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা স্বল্প ব্যয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। মাদ্রাসা, এতিমখানা, মসজিদ, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুদান দেয়া হচ্ছে।

এক্সিম ব্যাংক
পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩

এক্সিম ব্যাংক ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ন ইউনিটের আইসিইউ তৈরি করে দিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সকল প্রকার সামাজিক কার্যক্রমে ব্যাংক তার হাত প্রসারিত করে রেখেছে।

ঢাকার রায়ের বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গরীব রিকসা ও ভ্যান চালকদেরকে পূনর্বাসন করার জন্য এক্সিম ব্যাংক ২২ লাখ টাকা খরচ করে রিকসা ও ভ্যান প্রদান করেছে। সম্প্রতি সাভারে রানা প্লাজায় দুর্ঘটনাকবলিত গার্মেন্ট কর্মীদের সাহায্যের জন্য ৫ কোটি টাকার অনুদান এবং ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাদের ১ দিনের বেতন দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং-এ এক্সিম ব্যাংক Satisfactory এবং আন্তর্জাতিক রেটিংয়ে AA(-) স্থান অধিকার করে আছে। ২০১২ সালে আমরা প্রফিট করেছি ৫৫০ কোটি টাকা। আমাদের গ্রোথ হয়েছে ৩৬%, যা ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ।

কর্পোরেট এন্ড ব্যাংকিং: ব্যাংক নিয়ে আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া: এক্সিম ব্যাংক দেশের তৃতীয় প্রজন্মের সেরা ব্যাংক এবং ১ম ও ২য় প্রজন্মের অনেক ব্যাংক থেকেও সেরা। এই ব্যাংকের জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি সুদীর্ঘ ১৫ বছর চলমান। এক্সিম ব্যাংক ২০১২ সালে তৃতীয় প্রজন্মের সবগুলো ব্যাংকের চাইতে বেশী অর্থাৎ ৫৫১ কোটি টাকা অপারেটিং প্রফিট করেছে। এক্সিম ব্যাংকের ফিনানশিয়াল অবস্থা অত্যন্ত ভাল। এক্সিম ব্যাংকের পেইডআপ ক্যাপিটাল প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেক ব্যাংক থেকে বেশী।

এক্সিম ব্যাংক এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হচ্ছে। বর্তমানে আমি এক্সিম ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এর পূর্বে আমি ব্যাংকের এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিভিন্ন শাখার সফল শাখা ব্যবস্থাক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছি। প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যেমন-কর্পোরেট ব্যাংকিং, হিউম্যান রিসোর্স, ইন্টারন্যাল কন্ট্রোল ও কম্প্লায়েন্স, বিনিয়োগ, আইটি, শরীয়াহ সেক্রেটারিয়েট, আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। এক্সিম ব্যাংকের উন্নয়নে আমরা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছি যাতে ব্যাংক বাণিজ্যিক ও পেশাগত উভয়ভাবে সুপরিচালিত হতে পারে।

ব্যাংকের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে শর্ট, মিডিয়াম ও লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে মোটিভেট করছি, তাদের যথার্থ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি এবং সর্বোপরি তদারকির ব্যবস্থা জোরদার করেছি। সুদক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরীর জন্য এক্সিম বাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে এক্সিম বাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমীতে উন্নীত করেছি এবং একে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার জন্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকলের সাথে আলাপ আলোচন করে সুপরিকল্পিত বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করছি। নিয়ন্ত্রক সংস্থা অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল নিয়মকানুন সঠিকভাবে পালন করছি। শরীয়াহ নিয়ম সঠিকভাবে পালনের জন্য শরীয়াহ ইন্সপেকশন জোরদার করা হয়েছে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বছরের শুরুতে একটি বিজনেস বাজেট তৈরি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

বাংলাদেশের সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দরকার সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক। আমরা চাই, বিপুল সম্ভাবনাময় আমাদের প্রিয় দেশটি এগিয়ে যাক সফলভাবে। একবিংশ শতাব্দীর অগ্রসরমান বিশ্বে প্রিয় মাতৃভূমি দাঁড়াক মাথা উঁচু করে। আসুন আমরা সবাই মিলে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং দারিদ্র্য দূর করার সংগ্রামে এক হই।

কর্পোরেট এন্ড ব্যাংকিং: ব্যাংকিং খাতের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কতটা শক্তিশালী বলে আপনার মনে হয়?

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া: বাংকিং খাতের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফশীলি ব্যাংকগুলোকে একটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এতে যেমন ব্যাংকগুলো সহজেই ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারবে তেমনি নিজেদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরিমাপ করতে পারবে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ বলেই বাংলাদেশের অর্থনীতি চলমান বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে এর প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হারের বিচারে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত ভাল। দারিদ্র্য দূর করাই আমাদের প্রবৃদ্ধির আসল লক্ষ। সে কারণেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এই উন্নয়নের ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে যেতে হলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাজার উন্নয়ন দরকার।

আরো দক্ষ শ্রম রফতানি করে প্রবাসী আয় বাড়াতে হবে। তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে গতিশীল করতে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মকান্ডে বাংলাদেশ ব্যাংক সুপরিকল্পিত নীতিমালা তৈরি করেছে এবং আর্থিক খাতে সেগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সেই কৌশলগত পরিকল্পনারই বড় এক অংশ। এ লক্ষে কৃষি, এসএমই এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে পর্যাপ্ত ও

দৃশ্যমান ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু, কৃষক ও অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা, মোবাইল ব্যাংকিংসহ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়সাশ্রয়ী সৃজনশীল ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মানব সম্পদ উন্নয়ন, তরুণদের দক্ষতার উন্নয়ন, দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের রাজস্ব ব্যয় বাড়ানো, পরিবেশবান্ধব কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানো, স্থানীয় ও বিদেশী ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের জন্য উপযুক্ত নীতি ও পরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

একইসঙ্গে বাজার যেখানে অপূর্ণাঙ্গ সেখানে সমাজ যেন এগিয়ে আসে তা মাথায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন, ঐতিহ্য, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়নে বড় মাপের সিএসআর কার্যক্রমে মনোনিবেশ করার আহ্বান করেছে। এ আহ্বানে ব্যাংকগুলো ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে। গত কয়েক বছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর অর্থায়ন কয়েক গুণ বেড়েছে। এসব কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা গেলে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের মডেল হিসেবে বাংলাদেশ অচিরেই দাঁড়িয়ে যাবে।

কর্পোরেট এন্ড ব্যাংকিং: আপনার মতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যাংকিং খাত উন্নয়নে কতটা সহায়ক হবে?

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া: ব্যাংকিং খাত দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। এ খাতকে যুগোপযোগী করে তৈরি করার মুখ্য ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফশীলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ব্যাংকিংখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-২ বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে ব্যাংকিংখাতের সার্বিক ঝুঁকি কমবে। স্ট্রেস টেস্টিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আইটিখাতের উন্নয়নেও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইন সিআইবি সুবিধা, বৈদেশিক লেনদেন মনিটরিং করার জন্য অনলাইন ড্যাশবোর্ড চালু করা হয়েছে। ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ ইত্যাদি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আর্থিক খাত সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ শোনা এবং তা সমাধানের জন্য বিশেষ ডেস্ক কাস্টমারস ইন্টারেস্টস প্রটেকশন সেন্টার (সিআইপিসি) চালু করেছে। ইসলামিক ব্যাংকগুলোর জন্য আলাদা ইসলামিক ইন্টার ব্যাংক ফান্ড মার্কেট চালু করেছে। এখান থেকে ইসলামিক ব্যাংকগুলো জরুরি প্রয়োজন মেটাতে ইসলামিক বন্ড ফান্ড (আইবিএফ) আকারে টাকা নিতে পারবে। আবার উদ্বৃত্ত টাকা ইসলামিক বন্ড ফান্ড (আইবিএফ) আকারে জমা দিতে পারবে।

অন্যদিকে ইসলামিক ব্যাংকিং সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন ব্যাংক কোম্পানি এ্যাক্টে কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোর ইসলামিক ব্রাঞ্চ বা উইং আগামী দুই বছরের মধ্যে বন্ধ অথবা ব্যাংকগুলোকে ইসলামিক ব্যাংকে রূপান্তর করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অতএব আমি মনে করি বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাংকগুলোকে আরো গতিশীল করবে। মাননীয় গভর্নর মহোদয় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক এখতিয়ার ও সামর্থ, মূল্যস্ফীতি পরিমিত ও আর্থিক খাত স্থিতিশীল রাখার প্রথাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকারের দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে জোরালো সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কৌশলের চেতনায় আর্থিক সেবা ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন সমাজের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জনগণের কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগগুলো জোরালো করার লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনকুশন বা আর্থিক খাত সেবাভুক্তি এবং গ্রিন ব্যাংকিং বা পরিবেশবান্ধব অর্থায়নে দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র আর্থিকখাতকে সম্পৃক্ত করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নেয়া উন্নয়নমুখী উদ্যোগগুলো ইতোমধ্যেই ফল দিতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ভূমিহীন চাষিসহ বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তদের প্রায় এক কোটি বত্রিশ লাখ নতুন ব্যাংক একাউন্ট, প্রায় পঞ্চাশ লাখ সক্রিয় হিসাবসহ মোবাইল ব্যাংকিং সেবার দ্রুত প্রসার, লাখ লাখ বর্গাচাষীর জন্যে কৃষি ঋণ, পরিবেশবান্ধব প্রকল্প এবং উৎপাদনমুখী এসএমই উদ্যোগগুলোর জন্যে কম খরচে ঋণ যোগান কার্যক্রমগুলো ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য নিরসনে গতি যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

একই সঙ্গে উৎপাদনশীল এসব কর্মকান্ড মূল্যস্ফীতি নিম্নগামী রাখাসহ সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো স্বস্তিকর অনুকূল ধারায় রাখতে সহায়তা যুগিয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও আমাদের জনশক্তি, গার্মেন্টসহ সার্বিক রফতানি উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির ধারায় রয়েছে।

জিডিপি বা দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গড় হার যথেষ্ট গতিশীল হয়েছে। বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ আশাতীত পনের বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। আন্তঃব্যাংক নিকাশ ও পরিশোধ ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ডিজিটালাইজেশন ফাইন্যান্সিয়াল ইনকুশন অভিযানকে বেগবান করেছে।

জনবল নিয়োগ, উপকরণ ও সেবা এবং আর্থিক খাতের তথ্য

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩

সংগ্রহের মতো বাংলাদেশ ব্যাংক সূচিত অনলাইন ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থাগুলো এখন সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ক্রমপ্রসারমান।

দরিদ্র স্বল্পবিত্ত জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে সহায়তার পাশাপাশি ফাইন্যান্সিয়াল ইনকুশন অভিযানের উৎপাদন সহায়ক এসব অর্থায়ন কর্মকান্ড ঋণদাতা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকভিত্তি প্রসারিত করছে। এসব থেকে বর্ধিত আয় প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গতি ও সামগ্রিক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতাকে সুসংহত করছে। সফল মুদ্রানীতি জন্য মূল্যস্ফীতি গত এক বছরে ধারাবাহিকভাবে কমছে, মুনাফার হার কমতে শুরু করেছে, মুনাফার হারের স্প্রেডও কমছে।

কর্পোরেট এন্ড ব্যাংকিং: আপনি দেশের সার্বিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ কেমন দেখেন?

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া: এ প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বহুজাতিক বিনিয়োগ সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাক্সের পূর্বাভাসের কথা বলা যায় যার গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট। সম্প্রতি গোল্ডম্যান স্যাক্স সম্ভাবনাময় আরো ১১টি দেশের একটি নতুন তালিকা তৈরি করেছে। এ দেশগুলোর অর্থনীতিও এগিয়ে আসছে বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘নেক্সট ইলেভেন’। এই উদীয়মান এগারটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ।

সংস্থাটি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছে, দেশটির বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার বেশির ভাগই তরুণ। এদের মাধ্যমে দেশটির ভবিষ্যত বদলে দেয়া সম্ভব। সচেতন তরুণ সমাজই বাংলাদেশের সম্ভাবনার প্রতীক। তাদের প্রত্যয়, প্রযুক্তিপ্রিয়তা, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহস ও দক্ষতাই বাংলাদেশকে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশ্বব্যাংকের মতে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সব ধরণের সুযোগ বাংলাদেশে রয়েছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের পূর্বাভাসে বলেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ ‘নেক্সট ইলেভেন’ সম্মিলিতভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭টি দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। লন্ডনের জাতীয় দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, ২০৫০ সালে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির বিচারে পশ্চিমা দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাছাড়া, মুডি’স ও স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর’স গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের সন্তোষজনক অর্থনৈতিক রেটিং দিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রক্ষেপণও স্থিতিশীল ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ইঙ্গিত বহণ করে।

বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলোর এসব পূর্বাভাসই প্রমাণ করে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকের দিকে তাকালেও আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। অতএব আমি মনে করি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাবে।

কর্পোরেট এন্ড ব্যাংকিং: বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি ধীরগতি বিরাজ করছে। কিভাবে এ পরিস্থিতি কাটানো সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া: বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে ধীরগতি বিরাজ করছে বলা ঠিক হবে না। গত বছরের তুলনায় বিনিয়োগ ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখে শুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মনীতি সঠিকভাবে পালন করে প্রকৃত উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বিনিয়োগ ভাল না হলে ব্যাংক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে ভবিষ্যত বিনিয়োগের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি খাতের উৎপাদন, তৈরি পোশাক রফতানি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, যার পেছনে রয়েছে এ দেশের কৃষক, মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের অবিস্মরণীয় অবদান। কৃষি বিনিয়োগ অতীতের তুলনায় অনেক গুণ বেড়েছে। কৃষি সম্পর্কিত শিল্প কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। কর্মসংস্থা সৃষ্টির জন্য ম্যানুফেকচারিং শিল্পে বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে। বিদেশী বিনিয়োগ বা এফডিআই বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সেজন্য দ্রুত বিশেষ শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে হবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহজে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার পথ ও তার নীতি-সংস্কারের মাধ্যমে সুগম করে দিচ্ছে। আমরাও চাই বিনিয়োগ আরো বেশি হোক এবং দেশের কষ্টার্জিত টাকা দেশেই থাকুক।

প্রবাসী বাঙালিদেরও স্বদেশে বিনিয়োগ করার নানা সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। শুধু ব্যাংক নয় ব্যক্তি পর্যায়েও বিনিয়োগের হাত সুপ্রসারিত করতে হবে।

Risk Management in Banks

(Essence of Bangladesh Bank's current Guidelines)

Md. Fariduddin Ahmed
Advisor
Export Import Bank of Bangladesh Limited
Former Managing Director & Chief Executive Officer
Islami Bank Bangladesh Limited and
Export Import Bank of Bangladesh Limited

Preamble and Definition:

We are familiar with a proverb 'no risk, no gain'. This is fully applicable in banking business. Risk management guidelines for Banks, issued by Bangladesh Bank in February, 2012 defined risk management as **'the deliberate acceptance of risk for profit-making'. Risk taking** is an inherent element of banking business and indeed, profits are in part the reward for successful risk taking in business. The objectives of risk management is to identify and analyze risks and manage their consequences. It involves identification, measurement, monitoring and controlling risks to ensure that-

1. It is understandable to Risk Management Officials.
2. The risk exposure is kept within the limit set by the Board of the Bank.
3. Decision making process for undertaking risk are explicit & clear.
4. Risks are taken in line with business strategy and objectives set by the Bank.
5. There are positive scopes of gain against the risk undertaken.
6. Bank's capital is sufficient to absorb any unexpected shock.

Pertinent points to understand Risk Management:

Risk must be understandable, measurable, controllable and within the capacity of the Bank. Banks usually encounter the following major risks:

1. Investment (credit) risks. These are concentration risk, country risk, transfer risk and settlement risk.
2. Market risks. These include profit (interest) rate risk, foreign exchange risk and equity market risk.
3. Liquidity risk
4. Operational risk
5. Compliance risk
6. Strategic risk
7. Reputation risk
8. Money laundering risk

Risk Management System:

The following are the Key elements of risk management system:

1. Board of the banks outlines policies. The senior management implements the same.
2. Manuals, guidelines, rules, procedures are developed to manage the risks.
3. Risks are properly identified, measured, monitored and controlled. Appropriate Management Information System (MIS) are in place to support all business operations.
4. Strong internal control and compliance system is established to detect any deficiencies.

Risk Appetite:

Risk Appetite Framework (RAF) is the top most important element in risk management system. This framework contains, among others, the following:

1. Risk appetite framework is the business plan of bank for a given period. Resource mobilization, resource utilization, foreign exchange and foreign trade business, ancillary business, i.e. the entire business mix including the income, expenditure, profit and other items of the balance sheet are the subject matter of the RAF.
2. RAF focuses on the bank's key strengths and competitive advantages.
3. It contains forward-looking issues to ease out their risks.
4. RAF includes the types of risks the Bank is willing to bear and willing to assume.
5. RAF is a yardstick for the Board to check whether the business proposals fall within the approved areas and norms.

Risk Management Structure:

Bangladesh Bank has provided the following organogram for managing risk.

- During January, 2013 Bangladesh Bank has renamed Risk Management Unit as Risk Management Department/Division.
- The head of the Risk Management Department/Division is now an executive of the rank of Deputy Managing Director.

Importance of Risk Management Division (RMD) :

The RMD is of paramount importance in the Risk Management set-up. The responsibility of the RMD includes the following:

1. Serving as secretariat of All Risk Committee;
2. Designing bank's overall risk management strategy;
3. Developing and overseeing implementation of stress tests;
4. Developing, testing, and observing use of models for measuring and monitoring risk;
5. Informing the Board and All Risk Committee about the appetite for risk across the bank;
6. Communicating views of the Board and senior management throughout the bank;
7. Independently monitoring limits, in addition to the monitoring that is done by business units;

8. Establishing risk management policies and procedures;
9. Formulating guidelines on the handling of all property and liability claims involving the organization;
10. Developing and implementing loss prevention/loss retention programs;
11. Identifying and quantifying bank's exposures to material loss;
12. Securing and maintaining adequate loss coverage at the most reasonable cost;
13. Adopting proper financial protection measures through risk transfer, risk avoidance, and risk retention programs;
14. Determining the most cost-effective way to construct, refurbish, or improve the loss protection system of any facility leased, rented, purchased, or constructed by the bank;
15. Managing claims for insured and uninsured losses; and
16. Participating on all contract negotiations involving insurance, indemnity, or other pure risk assumptions or provisions prior to the execution of the contracts.

The agenda which should be discussed in the RMD meeting are as under:

1. **The Key risks that may affect the banks' financial health in upcoming days**
2. **Investment (Credit) Risk**
   a. Portfolio/Sector Concentration of Investment
   b. Investment exposure to top borrowers'
   c. Agriculture Investment disbursement target
   d. Off-Balance sheet exposure (OBS)
   e. Non Performing Assets
   f. Top defaulters
   g. Recovery of Investment under law suit
   h. Provisioning
   i. Recovery from Written Off Investments
3. **Liquidity Risk**
   a. Investment Deposit Ratio (IDR)
   b. Deposit Mix
   c. Wholesale Borrowing Guideline (WBG)
   d. Maximum Cumulative Outflow
   e. Medium Term Funding Ratio
   f. Liquid assets to Short Term Liabilities
4. **Market Risk**
   a. Equity Price Risk
   b. Foreign Exchange Risk
5. **Operational Risk**
6. **Profit Rate Risk in Banking Book**
7. **Reputation risk**
8. **Core Risk Management Ratings and Implementation Status**
9. **Capital Management Function**
10. **Bank's resilience capacity**
11. **Compliance Risks**
12. **Stress Testing**

13. **Money Laundering Risks**
14. **Environmental Risk Management**
15. **Miscellaneous**

Risk Management Characteristics at successful Banks:

1. Banks must compile for the Board and senior management relevant measures of risk, how risk levels compare with limits, the level of capital the bank must maintain after sustaining large losses, and actions that management could take to restore capital;
2. Information must be shared across the organization;
3. There can be no disparity between the risk that the bank is taking and the risk the Board perceives it to be taking;
4. Risk management must be an active, firm-wide approach, and cannot rely only on individual business lines to carry it out;
5. Banks must develop in-house expertise and not rely only on market data, credit ratings, published analyses, etc.;
6. Banks must test their valuations of assets by occasionally selling seized collateral, investment (loans), and non-traded securities;
7. Treasury functions must be aligned with risk management - Treasury must create internal pricing by charging business lines not only for the cost of funds, but also for the cost of maintaining enough liquidity. For example, banks should always have enough liquidity on hand to settle commercial letters of credit. The cost of maintaining that liquidity - in terms of foregone earnings - should be passed onto the business line that issues letters of credit, who, in turn, will pass it on to the customer in the form of a higher fee;
8. Banks must actively manage contingent liabilities - such as the unfunded portion of lines of credit and the requirements of settling commercial letters of credit - in liquidity management;
9. For liquidity management, Banks must use both firm-specific and market-wide stress scenarios;
10. Banks must also analyze deposits thoroughly to better understand which deposits are likely to be withdrawn from the bank in times of a firm-specific or generalized run on the banks. Banks should conduct "focus groups" of various categories of depositors to gauge their confidence in deposit insurance, the lender-of-last-resort function of BB, and other drivers of mass depositor behavior;
11. The Board and senior management must be accepting, and not dismissive, of stress testing, and must give credibility to extreme scenarios. They should understand the adverse scenarios and the assumptions that relate the adverse scenarios to the impact on the bank's profitability or capital, but they should not unduly reject the scenarios;
12. The risk management function must be
    a. Independent;
    b. Have sufficient authority within the organization;
    c. Engage in continuous dialogue with business lines; that is, not be remote; and
    d. There must be both a forum and a commitment for this dialogue.
13. For best results, the Chief Risk Officer position should be strengthened, and risk management personnel in the business lines should report to the CRO;

এক্সিম ব্যাংক
পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩

14. Compensation and other incentives must be aligned with the risk appetite, including short-run vs. long-run considerations, and business line vs. firm-wide objectives;
15. Balance sheet limits must be enforced;
16. There must be a range of experience and expertise in the senior management of the bank;
17. Committees involved in risk management (such as the All Risk Committee) must:
    a. Meet frequently;
    b. Discuss all significant risks; and
    c. Include both Risk Management Department personnel and business line managers;
18. The bank must have a culture where managers can escalate concerns to senior management, and senior management is required to take up the challenges and not dismiss them. Banks must avoid hierarchical structures that could block or delay the upward flow of information.

Conclusion:

Success of a Bank depend largely on prudent management of various risks. To this end in view Bangladesh Bank introduced earlier the following six core risk guidelines:

1. Asset Liability Management Risk
2. Investment (Credit) Risk
3. Foreign Exchange Risk
4. Internal Control Compliance Risk
5. Money Laundering Risk
6. Information & Communication Technology Security Risk

The salient's points of risk management listed in this article have been taken from the guidelines issued by Bangladesh Bank in February, 2012. Bankers should go through the above six core risk guidelines and the latest supplementary guidelines for enriching their professional skills.

পাবলিক রিলেশান্স থেকে কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ঃ জনসংযোগের বিবর্তন

১৮৯৭ সালে আইভি লেডবেটার লি ইতিহাসে প্রথমবারের মত যখন "পিআর" বা জনসংযোগ ধারণাটি প্রবর্তন করেন, তখন থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট অফিস, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং জনসংযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং-এর ধারণাটিও আমুল বদলে গেল। জনসংযোগও একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতির দিকে দুর্বার যাত্রা শুরু করল। ক্রমেই মানুষ তার ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে জনসংযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করল।

গত এক শতাব্দীতে "জনসংযোগ" মানুষের প্রয়োজনকে একের পর এক আত্মীকরণ করেছে। বাড়িয়েছে নিজস্ব পরিধি। বর্তমান সময়ের কর্পোরেট ব্যবসায়িক সংস্কৃতিতে জনসংযোগ এখন আর শুধুমাত্র 'টার্গেট পিপল' এর সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগের ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন কর্মী, বাহ্যিক টার্গেট গ্রুপ, ইন্টারেস্টেড পার্টি, সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং এই ধরণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, সবকিছুই জনসংযোগের আওতাধীন। গণ যোগাযোগের সব ধরণের টুলস ব্যবহার করে জনসংযোগ এখন প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি সৃষ্টির স্বার্থে করছে সম্ভাব্য সব কিছুই। জনসংযোগ তাই আধুনিক চিন্তায় বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে "কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স" হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্সকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে আমরা বলতে পারি-

Corporate Affairs refer to the activities relating to building company reputation and brand, forging strong corporate relationships with key external stakeholders and effective crisis management. Corporate Affairs are widely recognized as a major strategic tool that essentially deals with communication.

People in corporate affairs have the responsibility to research needs in communication, determine and address shifts in the attitudes of people, recommend and measure policies and initiatives for effectiveness and also monitor arising issues.

অথবা আরো একটু বিস্তারিতভাবে বলা যায়-

Corporate Affairs is the set of activities involved in managing and orchestrating all internal and external communications aimed at creating favorable point-of-view among stakeholders on which the company depends. It is the messages issued by a corporate organization, body, or institute to its audiences, such as employees, media, channel partners and the general public. Organizations aim to communicate the same message to all its stakeholders, to transmit coherence, credibility and ethic. Corporate Affairs and Communications help organizations explain their mission; combine its many visions and values into a cohesive message to stakeholders.

বর্তমান সময়ের চরম প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশে যেকোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স সংশ্লিষ্ট কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক নিয়ামকগুলোকে সময়মত এবং সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন কতৃপক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরে, অন্যদিকে উঠে আসা চিত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলোকে নিরসনের জন্য বিভিন্নমূখী তৎপরতা চালিয়ে থাকে। একই সাথে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষায় কর্মীবাহিনীর মধ্যে সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করতে কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স বিভাগ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, গেট টুগেদার, ভ্রমণ, বনভোজনসহ মিথস্ক্রিয়ামূলক কার্যক্রম চালানো এবং অংশগ্রহণমূলক সাময়িকী প্রকাশ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সকলের এই অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মীদেরকে উৎসাহিত করে থাকে; যা সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস-এর এলিয়েনেশন থিওরি'র বিপরীতে ক্রিয়া করে প্রতিষ্ঠানকে অগ্রগতির ধারায় অক্ষুন্ন রাখে।

জনসংযোগের ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে আধুনিকায়নের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে অতি দ্রুত। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সম্প্রতি আমাদের ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বাড়িয়ে কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন হিসেবে উন্নীত করেছেন। জনসংযোগের প্রথাগত সীমানা ছাড়িয়ে এই বিভাগ এখন বৃহৎ আঙিনায় কাজ করছে; যেখানে সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ এই বিভাগ এবং ব্যাংক-কে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করি।

লেখক: সঞ্জীব চ্যাটার্জী
এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান,
কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন
এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়

এক্সিম ব্যাংক
পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩

Art of delegation (work) lead to speedy success

Mohammad Amirul Islam
Executive Officer
Exim Bank, Sonaimuri Branch

Art of delegation (work) lead to speedy success.

All effective managers and leaders in this unstoppable competitive world know that they can climb greater heights and achieve remarkable goals only if they delegate work to the good, able and talented people around them. The logic is simple – if they are able to rope in more brains and bodies to do the tasks, they are able to get more things done within the same time frame. The ability to delegate work is therefore a vital asset that all good leaders and managers should have. Let us relate a simple story that may contribute us learning lot in our hard-headed activities.

Mr. Abdullah and his family members

Once there was a Professional named Mr. Abdullah who had three other family members in his daily life. He had mother, younger sister and beloved wife. He was diligent and honest by nature throughout his career. He used to love his family members very much.

Just before on Holy Eid day he bought lot more for his family members respecting their choices. The very before night of Holy Eid Mr. Abdullah bought a Panjabi (attire) for him but found too loose to wear when he go back home. Becoming worried he went his mother and requested her to resize the Panjabi so as he could enjoy the Eid. His old mother replied she could not perform well since her eye-sight was too short. Mr. Abdullah, just after that, went his beloved wife and requested the same. His wife answered she could not do that since she had to concentrate on daily cook and neatness of the house.

Finally he went his younger sister and approached her with the same subject. His younger sister replied she could not perform this as she had to color her hand and hair on the occasion of Eid. Sequentially he became gloomy and went back to his room keeping the Panjabi in the drawing room.

In the early morning of Eid day Mr. Abdullah woke up and took his bath. Thing seemed astonishing when he took the Panjabi to wear. At that time the Panjabi was too short to wear. Seeing that, Mr. Abdullah went his mother's room and inquired about the fact. His mother answered that she resized the Panjabi as requested. After that he went his sister's room and asked her the same. She answered she repaired the Panjabi as requested and demanded. Finally he asked his wife about his Panjabi and she replied that she had resized the Panjabi as demanded.

Just after that Mr. Abdullah became shocked and realized the mistake he had done. He realized that his delegation of work and co-ordination of work were not perfect what finally let him waste away a precious attire.

Moral:

- Yield to all and you will soon have nothing to yield.
- Each and every leader/manager should know the techniques of delegation and co-ordination of work; otherwise an institution may fall in danger.

সঞ্জীব চ্যাটার্জী পাবলিক রিলেশান্স এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (প্রাব) এর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন

গণমাধ্যমের সাথে ব্যাংকিংখাতের যোগাযোগ আরো সুদৃঢ় করা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের সাহায্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাংকিংখাত সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরীর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সরকারি, বেসরকারি ও বিশেষায়িত সকল ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মীদের নিয়ে গড়ে তোলা পাবলিক রিলেশান্স এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (প্রাব) এর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এক্সিম ব্যাংকের এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ও ব্রান্ডিং ডিভিশনের প্রধান সঞ্জীব চ্যাটার্জী।

সঞ্জীব চ্যাটার্জী ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতাকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে অধ্যয়ণকালে শেখ ফজলুল হক মনি'র প্রতিষ্ঠিত দৈনিক "বাংলার বাণী" পত্রিকায় সাব এডিটর পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় তাঁর হাতে খড়ি। পরবর্তীতে তিনি চাঞ্চল্যকর তথ্য ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করা বাংলাদেশের প্রথম ট্যাবলয়েড দৈনিক "মানবজমিন" পত্রিকায় ১৯৯৬ সালে স্টাফ রিপোর্টার পদে যোগদান করেন। ১৯৯৭-২০০০ সময়কালে তিনি দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ভোরের কাগজ ও বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন।

সঞ্জীব চ্যাটার্জী ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রথম লাইভ সম্প্রচারের ধারণা নিয়ে যাত্রা শুরু করা একুশে টেলিভিশনের (ইটিভি) প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এবং বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতার অগ্রনায়ক আশফাক মুনীর (মিশুক মুনীর) এর সাথে কিছুদিন কাজ করেন এবং একই বছরের শেষ দিকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন "প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ" (পিআইবি)-তে "গণমাধ্যমে ভায়োলেন্স ও শিশুদের ওপর এর প্রভাব" এবং "Autonomy of Press in Bangladesh" বিষয়ক গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন।

গণমাধ্যমভিত্তিক এনজিও ম্যাস লাইন মিডিয়াতে খন্ডকালিন কর্মরত অবস্থায় তিনি অঞ্চলভিত্তিক সম্প্রচারের জন্য "কমিউনিটি রেডিও" স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (এফডিসি) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সিনেমেটোগ্রাফির উপরে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি থেকে এক বছরের একটি লং কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতি ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য।

নবজাতক

এক্সিম ব্যাংকের পল্টন শাখায় কর্মরত অফিসার নিপা আক্তার সম্প্রতি পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন। সন্তানের নাম রাখা হয়েছে আহলাম ইবতিহাজ বিন বাবর (জায়ান)। বাবা মায়ের প্রথম সন্তান জায়ান সকলের দোয়া প্রার্থী।

এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগে কর্মরত অফিসার (আইটি) কে এম কবিরুল হাসান গত ৫ জুলাই ২০১৩ প্রথম সন্তানের জনক হয়েছেন। কন্যা সন্তানের নাম রাখা হয়েছে কাশফিয়া কবির সিজা। মা মুক্তা জাহান এবং মেয়ে সকলের দোয়া প্রার্থী।

এক্সিম ব্যাংকের রাজউক শাখায় কর্মরত সিনিয়র অফিসার মোঃ জসিম উদ্দীন গত ২২ জুন ২০১৩ প্রথম সন্তানের জনক হয়েছেন। সন্তানের নাম রাখা হয়েছে জুনাইনাহ জান্নাত। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

এক্সিম ব্যাংক
পরিক্রমা
অক্টোবর ২০১৩